ডিসেম্বর ৯, ২০১৩

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে *অধিকার* এর বিবৃতি

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতা মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে

১০ ডিসেম্বর, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। *অধিকার* দক্ষিণ আফ্রিকার গণমানুষের অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা'র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে। বর্ণবাদের অবসান ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে তিনি যে অবদান রেখেছেন *অধিকার* তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে।

সারা বিশ্বের মানুষ যখন এই দিবসটি পালন করতে যাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে। আসন্ন দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অমিমাংসীত রাজনৈতিক বিরোধের কারণে সৃষ্ট রাজনৈতিক সহিংসতায় একদিকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্বিচার গুলিতে মানুষ নিহত হচ্ছে, অন্যদিকে যানবাহনে পেট্রোল বোমা ও আগুন ধরিয়ে দেয়ার কারণে সাধারণ নাগরিকদের প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে অসংখ্য মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। এমনকি শিশুরাও রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে বাদ পড়ছে না। রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হচ্ছে এবং গ্রেফতারের পর অভিযুক্তদের রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সাধারণ নাগরিকদের হতাহতের এই দায় সরকার বা বিরোধী দল কেউই নিচ্ছে না, বরং একে অপরকে দোষারোপ করছে।

স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ব্যাহত করা হচ্ছে। সরকার বিরোধীদলীয় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া-চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ বন্ধ করে দিয়েছে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) বিল জাতীয় সংসদে পাশ করে এই আইনের আওতায় মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও নাগরিকদের গ্রেফতার করে জেলে পাঠাচ্ছে।

অধিকার মনে করে, অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজিত হয়েছিল, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বাতিল করে দেয়াটাই চলমান সংঘাতের প্রধান কারণ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন রকম সমঝোতা সৃষ্টি না করে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর একতরফাভাবে ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এই সংঘাতকে আরো ব্যাপকতর করে তুলেছে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে *অধিকার* এর দাবী ঃ

- অবিলম্বে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকেই আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে হবে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ ও নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত দুর্বৃত্তদের ধরে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

- ‘অজ্ঞাতনামা’ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হলে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির গণগ্রেফতারের পরিস্থিতির সৃষ্টি ও ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ ঘটে। তাই ঢালাওভাবে ‘অজ্ঞাতনামা’ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বন্ধ করতে হবে।
- সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।
- আমারদেশ, চ্যানেল ওয়ান, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি সহ সমস্ত বন্ধ মিডিয়া খুলে দিতে হবে। আমারদেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে মুক্তি দিতে হবে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) সহ সমস্ত নিবর্তনমূলক আইন বাতিল করতে হবে।